Ramakrishna Vivekananda Mission

Junior High School

Model Answer Paper -- 2020

Class -- V

Subject -- Computer

Time :- 2:30 hrs. **Full Marks -- 100**

A)

1) GUI
2) টাস্ক বার
3) স্টার্ট মেনু
4) Exit
5) রিসাইকেল বিনে
6) রাইট ক্লিক
7) ওয়ার্ড প্রসেসর
8) আইসি
9) স্টার্ট মেনু
10) ১৯৫৬
11) ফাইল ডিলিট
12) অফিস বাটন
13) পঞ্চম
14) নিউ
15) ডকুমেন্ট এরিয়া
16) ১৯৪২ সালে
17) আইকন
18) সেভ
19) ট্রানজিস্টর
20) ইউজারস্ ফাইলস্
21) অফিস
22) ১৯৬৫ সালে
23) থিম
24) IBM 7030
25) Tab
26) প্রথম
27) ডবল
28) ঘড়ি

29) ইংরেজি
30) উপরে

B)

1) ইনিয়াক
2) ডেস্কটপ
3) ফাইল
4) লাল
5) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
6) অপারেটিং সিস্টেম
7) ফোল্ডারের
8) অফিস মেনু
9) ১৯৭৫
10) স্টার্ট
11) রাইট
12) Exit Word
13) DEC-10
14) ওয়ালপেপার
15) রিনেম
16) ড্রাইভ
17) কমান্ড
18) স্টার্ট
19) ENIAC
20) জুম স্লাইডার
21) বড়

C)

1) মিথ্যা
2) মিথ্যা
3) সত্য
4) মিথ্যা
5) মিথ্যা
6) সত্য
7) সত্য
8) সত্য
9) মিথ্যা
10) মিথ্যা

D)

1) কুইক অ্যাক্সেস টুলবারে আনডু , রিপিট ও সেভ এই তিনটি বাটন থাকে ।
2) প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে ভ্যাকিউম টিউব -এর ব্যবহার করা হতো ।
3) কোন টেক্সটকে বোল্ড করলে টেক্সটটি মোটা বা গারো হয়ে যায় ।
4) টাইটেলবার এর নিচের অংশটি হল রিবন । এতে কয়েকটি ট্যাব থাকে আর প্রতিটি ট্যাবের মধ্যে থাকে বিভিন্ন কমান্ড গ্রুপ ।
5) ট্রানজিস্টর এর ব্যবহার দেখা যায় দ্বিতীয় প্রজন্মে (১৯৫৬-৬৪) ।
6) এম এস ওয়ার্ড এ ফাইল সেভ বা প্রিন্ট করার জন্য অফিস বাটনে ক্লিক করতে হয় ।
7) ইউ এল এস আই -এর পুরো নাম আল্ট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন ।
8) টেক্সটের রং পরিবর্তনের জন্য ফন্ট কালার বাটনে ক্লিক করতে হয় ।
9) এম এস উইন্ডোজ সফটওয়্যারটি মাইক্রোসফট করপোরেশন কোম্পানি তৈরি করে ।
10) GUI এর পুরো নাম গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ।
11) ডেস্কটপের উপরে অবস্থিত আইকনগুলোকে সাজানোর জন্য সর্ট বাই অপশনে ক্লিক করতে হয় ।

E)

1) ভ্যাকিউম টিউব থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত নানারকম যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কম্পিউটারের জগতে অনেক উন্নতি ঘটেছে । কম্পিউটারের উন্নতির এই সময়কালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় , সেগুলিকে কম্পিউটার প্রজন্ম বা কম্পিউটার জেনারেশন বলা হয় ।

2) এম এস উইন্ডোস বা মাইক্রোসফট উইন্ডোজ হল একটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম । বিখ্যাত কোম্পানি মাইক্রোসফট কর্পোরেশন এই সফটওয়্যারটি তৈরি করে । এই সফটওয়্যারে নির্দেশগুলি চিত্রিত রূপে থাকে, ফলে সহজেই ব্যবহার করা যায় । এই বৈশিষ্ট্যকে GUI বা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বলা হয় ।

3) এম এস ওয়ার্ডে কোন ফাইল সেভ করার জন্য-
   i. অফিস বাটন এ ক্লিক করতে হবে - অফিস মেনু দেখতে পাবে ।
   ii. সেভ অ্যাজ অপশনে ক্লিক করতে হবে - স্ক্রিনে সেভ অ্যাজ বক্স দেখতে পাওয়া যাবে ।
   iii. ফাইল নেম বক্সে ফাইলের নাম টাইপ করে সেভ বাটনে ক্লিক করতে হবে - ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে ।

4) ডেস্কটপে উপস্থিত বিভিন্ন ছোট ছোট চিত্রগুলিকে আইকন বলা হয় । এগুলোর উপর ডাবল ক্লিক করে খোলা হয় ।

5) স্ক্রিনে টেক্সট এরিয়াটি একেবারে পুরো দেখা যায় না । তাই স্ক্রলবারের ব্যবহার করা হয় । এটি দুই প্রকারের হয়-
   i. ভার্টিকাল স্ক্রলবার এর সাহায্যে টেক্সট এরিয়াকে উপর নিচে করা যায় ।
   ii. হরাইজন্টাল স্ক্রলবার এর সাহায্যে টেক্সট এরিয়াকে ডানদিকে বামদিকে করা যায় ।

6) এম এস ওয়ার্ডে যে কাজগুলো করা যায় সেগুলি হল-

i. এতে গল্প, কবিতা ইত্যাদি টাইপ করতে পারা যায় ।
ii. টাইপ করার সময় কোন ভুল হয়ে গেলে সেটি সহজেই ঠিক করতে পারা যায় ।
iii. টাইপ করা তথ্যগুলিকে সুন্দরভাবে সাজানো যায় ।
iv. এরমধ্যে টেবিল যোগ করা যায় ।

7) ডেস্কটপে ফাইল তৈরীর পদ্ধতি-

i. ডেস্কটপের উপরে রাইট ক্লিক করলে একটি মেনু দেখতে পাওয়া যাবে ।
ii. নিউ অপশনের উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে গেলে একটি সাব মেনু দেখতে পাওয়া যাবে, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রোগ্রামের নাম দেখতে পাওয়া যাবে । কোন অপশনে ক্লিক করলে সেই ধরনের ফাইল তৈরি হয়ে যাবে ।
iii. পছন্দের মত ফাইলটির নাম দিয়ে এন্টার কী টিপতে হবে ।

8) <u>রিসাইকেল বিন</u>ঃ- যদি কোন কম্পিউটার থেকে কোন ফাইল বা ফোল্ডার মুছে ফেলা হয় , সেটি এই রিসাইকেল বিন এর মধ্যে গিয়ে জমা হয় । সেগুলি কে আবার প্রয়োজনে ফেরতও আনা যায় ।

9) <u>স্টার্ট বাটন</u>ঃ- স্টার্ট বাটনটি টাস্কবারের একেবারে বাম দিকে থাকে । এর সাহায্যে প্রোগ্রাম শুরু করা যায় ।

<u>স্টার্ট মেনু</u>ঃ- স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে একটি মেনু দেখা যায় , তাকে স্টার্ট মেনু বলে । এর মধ্যেই বিভিন্ন প্রোগ্রামের তালিকা থাকে ।

10) টাইটেল বার এর ডান দিকে তিনটি বাটন দেখা যায় । যথা- মিনিমাইজ বাটন , ম্যাক্সিমাইজ / রিস্টোর ডাউন বাটন , ক্লোজ বাটন ।

11) ডেস্কটপ এর উপরে যে আইকন গুলির নাম দেখা যায় , সেগুলি হল- কম্পিউটার , ডকুমেন্টস , রিসাইকেল বিন ইত্যাদি ।

12) <u>প্রোগ্রামের উইন্ডো</u>ঃ- নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের নামের উপর ক্লিক করলে সেই প্রোগ্রামটি চালু হয়ে যাবে এবং সেটি একটি ফ্রেমের মধ্যে দেখা যাবে , তাকে প্রোগ্রামের উইন্ডো বলে ।

13) <u>প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের দুটি বৈশিষ্ট্যঃ-</u>

i. এই সময়ের কম্পিউটারগুলি আকারে অনেক বড় ছিল এবং এগুলিকে চালাতে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো ।
ii. কিছুক্ষণ চললেই এগুলি খুব গরম হয়ে যেত , ফলে কাজ করতে অসুবিধা হতো ।

14) প্রোগ্রামের উইন্ডোর যেকোনো দুটি অংশের নাম হল- টাইটেল বার , ডকুমেন্ট এরিয়া ।

15) এম এস ওয়ার্ড উইন্ডোর যে কোন চারটি অংশের নাম হল- টাইটেল বার , অফিস বাটন , ডকুমেন্ট এরিয়া এবং জুম স্লাইডার ।

16) ফাইল বা ফোল্ডারে নাম পরিবর্তনের পদ্ধতি-

i. নির্দিষ্ট ফাইল বা ফোল্ডারটি সিলেক্ট করতে হবে ।

ii. আইকনটির উপরে রাইট ক্লিক করে যে মেনুটি দেখা যাবে , তার রিনেম অপশনে ক্লিক করতে হবে - নামটি সিলেক্ট হয়ে যাবে ।

iii. নতুন নামটি টাইপ করতে হবে ।